Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 218 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 218 - 228
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা উপন্যাস ট্রিলজি ধারার উৎপত্তি এবং উপন্যাস ট্রিলজিতে সময়ের গুরুত্বের বিশ্লেষণ

মৌমিতা দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : moubengali01@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Modern, Novel, Genre, Trilogy, Tragedy, Direct-Time, Indirect-Time, Continuity, Political Time, Economical Time.

Abstract
A novel is one of the modern equivalents of literature. With the change of time, new genres are created in novels. A new genre of Bengali novels is Trilogy/ 'Troyi'. If a novel has three parts and maintains a continuity in plot and characters, it becomes a novel trilogy. In addition to Bengali novels, poetry and films use this form or genre. This trend is more common in Bengali novels. If you notice, it will be seen that 'time' is a very important element in the use of this form in the novel. It will be seen how 'time' played a special role in the novel trilogy. Time plays a variety of roles in the typical novel. Time sometimes comes as 'perceived time', sometimes as 'apparent time'. Again, time in narrative comes through speech. Here we will take a brief look at the 'perceived time' of the novel trilogy. If you notice, it will be seen that the novel trilogy has come up for a long time. We have tried to show the political, economic, social aspects of the period in the novel trilogy in the article.

Discussion

সাহিত্যের বিবর্তনের পথে নানা সংরূপের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক সাহিত্য পাওয়ার বহু যুগ আগে থেকেই আমরা সাহিত্যের বিভিন্ন সম্পদ লাভ করতে থাকি। কিন্তু এই আধুনিকতা আসলে কি সেই প্রসঙ্গে বহুজন বহু মতামত দিয়েছেন। আধুনিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ড. রামেশ্বর শ' বলছেন –

> "Modernism is what it is not, and modernism is not what it is – তাহলে সেকথাটার অর্থ আমরা এই করতে পারি যে, চেতনার মতো আধুনিকতা ব্যাপারটাও অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, তার কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন।"[১]

আধুনিকতা আসলে ক্রমাগত পরিবর্তমান এক ধারণা। 'এই আধুনিকতা ততদিনই আধুনিক যতদিন তা কালোপযোগী থাকে, ভাবীকালের অভিমুখী থাকে।' কোনো কিছুই চিরকাল আধুনিক থাকতে পারে না। কারণ, সময় পরিবর্তনশীল, আর তারই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 218 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সঙ্গে একটা পর্যায়ের আধুনিকতার বদলে অন্য আর এক আধুনিকতা এসে পড়ে। শিল্প সাহিত্যের আধুনিকতা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলছেন –

> "সমাজের আধুনিকতা আগে, শিল্পের সাহিত্যের আধুনিকতা তার পরের। দুয়ের মধ্যে কার্যকারণগত যোগ আছে, কিন্তু তা সব সময় খুব প্রত্যক্ষ নয়। তাছাড়া এ দুয়ের মধ্যে সময়ের বেশ ফারাক ঘটে যায়। সমাজে আধুনিকতা সঞ্চার হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে শিল্প সাহিত্য সব রাতারাতি আধুনিক হতে শুরু করবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না।"[২]

উপন্যাস হল সাহিত্যের অন্যতম একটি আধুনিক সংরূপ। উপন্যাস হল বিশেষ রূপে স্থাপন। অর্থাৎ, উপন্যাস হল কাহিনিকে বর্ননা করার একটি বিশেষ কৌশল। উপন্যাস শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ Novel এর আভিধানিক অর্থ হল -

> "The term "novel" is now applied to a great variety of writings that have in common only the attribute of being extended works of fiction written in prose."[৩]

ইটালিয়ান শব্দ 'Novella' (literally, 'a little new thing') থেকে ইংরেজি 'Novel' শব্দটি এসেছে। গদ্যে লেখা বর্ণনাত্মক এক কাহিনি হল উপন্যাস, যা মানুষের জীবনের কথা বাস্তবরূপে চিত্রিত করে তোলে। ঔপন্যাসিকরা জীবনকে গভীরভাবে দেখে থাকেন আর সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে উপন্যাসে। উপন্যাসের মূল উপাদান হল জীবন, আর ঔপন্যাসিকের কাজ জীবনের বিচিত্রতাকে কাহিনিতে রূপদান করা। উপন্যাসে মূলত জীবন, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির অবস্থার ছবি থাকে। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল জীবনের প্রতিফলন তাই পাওয়া যায় উপন্যাসে। জীবনের বাস্তবরূপ নয়, তার সঙ্গে একটা সময়ের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় উপন্যাসে। যার ফলে উপন্যাস বাস্তবধর্মী কাহিনি হয়ে ওঠে। ফরাসি সাহিত্যিক রাবলে ছিলেন রিয়ালিস্ট ও হিউম্যানিস্ট। উপন্যাসের আধুনিকতা প্রসঙ্গে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বলছেন, চেতনাপ্রবাহ ও অবাধ ভাবানুষঙ্গ উপন্যাসের টেকনিকে ও চরিত্রে যখন থেকে স্থান নিচ্ছে সেই সময়কে উপন্যাসের আধুনিক সময় বলছেন। তিনি ডিফোর উপন্যাসকে 'truth teller' বলছেন। এর কারণ হিসেবে বলছেন–

> "Belief is completely gratified by Defoe. Here the reader can rest himself and enter into possession of a large part of his domain. He teste it, he feels nothing give under him or fade before him."[৪]

অনেকে আবার সম্পূর্ণ আধুনিক উপন্যাস হিসেবে কাফকার 'Metamorphosis' (১৯১৫) এর নাম করেছেন। উপন্যাসের সঠিক সংজ্ঞা নিয়ে নানা সময়ে নানা বিতর্ক আছে। উপন্যাস সম্পর্কে ধারণা ক্রমাগত পরিবর্তন হয়েছে, পুরোনো ধারণার বদলে নতুন ধারণা এসেছে। নতুন ঔপন্যাসিকরা নতুন রূপে সাহিত্যে উপন্যাসকে রূপদান করেছেন। এই কারণে উপন্যাস সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। বুৎপত্তিগত ও আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের দ্বারা বলা যায় যে, মানুষের জীবনের বাস্তবতাকে অবলম্বন করে লেখা কল্পিত যে আখ্যান, যাতে সময়ের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট এবং যা পাঠকের কাছে গদ্যরূপে পৌঁছায়, তা হল উপন্যাস। যেহেতু উপন্যাসের প্রধান বিষয় মানুষের জীবনের কাহিনি তাই তা হয় দীর্ঘ, বিশ্লেষণাত্মক।

বাংলা ট্রাজেডি, কমেডি, সনেট, রোমান্টিক প্রভৃতি পরিভাষার মতন ট্রিলজি বা ত্রয়ী শব্দটি সাহিত্যের ধারায় প্রচলিত হয়ে যায়। বাংলা উপন্যাসে এই ফর্মের ব্যবহার অধিক লক্ষ করা যায়। ট্রিলজি বা ত্রয়ী উপন্যাস বলতে মূলত বোঝায় যদি কোনো উপন্যাসের তিনটি পর্ব থাকে এবং কাহিনি ও চরিত্রে একটা ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তাহলেই তা ট্রিলজি হয়ে ওঠে। ট্রিলজি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বাংলা উপন্যাসের ট্রিলজি গ্রন্থটিতে বলেছেন –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 218 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সাহিত্য চিত্রকলায় সংগীতে আছে নানা টাইপ, ফর্ম, জাঁর(genre)। উপন্যাসে এক ধরণের জাঁরকে বলা হয় ট্রিলজি বা ত্রয়ী।"[৫]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন – 'যা এক কথায় বলা যায় তার জন্যে কখনও তিন কথা খরচ করবে না।' এই কথার সূত্রে বারবার একটা প্রশ্ন উঠে আসে কেন একটা উপন্যাস না লিখে তিনটি পর্বে উপন্যাস লিখতে হল? সাধারণ উপন্যাসের সঙ্গে উপন্যাস ট্রিলজির আসলে তফাৎটা কোথায়? দীর্ঘ একটা উপন্যাস না লিখে, কেন প্রয়োজন হয় তিন পর্বে ভাগ করার? মনিশংকর মুখোপাধ্যায় বলছেন, '...পৃথিবীর সর্বত্র ত্রিকোণ, ত্রিস্তর, ও ত্রিভুজের জয়জয়কার আজও অব্যাহত!' মানুষের এই তিনের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে প্রাচীন সময় থেকে। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রভৃতি। গ্রিক, রুশ, লাতিন, ইংরেজি প্রভৃতি বহু বিদেশি সাহিত্যে এই তিন সংখ্যার প্রয়োগ দেখা যায়। কবি, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিকদের ত্রয়ীর প্রতি একটা আকর্ষণ আছে। ত্রিযামা যামিনী, ত্রিপদী ছন্দ ও ত্রিবর্ণের কথা আমরা সুর-সাহিত্য-শিল্পে পাই। মানুষের সম্পর্কে এই ত্রয়ীর উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই। যেমন– তিনকন্যা, তিনসঙ্গী, ত্রিভুজ প্রেম প্রভৃতি। অর্থাৎ, মানুষের এই ত্রয়ীর প্রতি একটা আকর্ষণ আছে প্রায় প্রাচীন সময় থেকেই। লেখক, কবি, শিল্পীরা এই ত্রিমোহে আকর্ষিত হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসে ট্রিলজি ফর্মের ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়। এছাড়া কাব্যে, নাটকে এই ফর্ম ব্যবহৃত হয়। তিন পর্বে উপন্যাস লেখা হচ্ছে কেন? এই ফর্মে তিন পর্বের কাহিনি থাকে। যার প্রতিটি স্বতন্ত্র আবার প্রতিটি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। একথার অর্থ প্রতিটি পর্ব এক একটি স্বতন্ত্র উপন্যাস বা কাহিনি হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে কাহিনির উৎস সন্ধানে গেলে দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো ঔপ্যনাসিক তিন পর্ব লেখার উদ্দেশ্য নিয়েই লিখেছেন। আবার কেউ বা প্রথম অংশ লেখার পর বাকি অংশ লেখার কথা ভেবেছেন। এক্ষেত্রে, বোঝা যাচ্ছে ট্রিলজি সর্বদা পূর্ব প্রস্তুতিতে লেখা হয় না। একটা পর্ব লেখার পর অন্য অংশ না লিখলে লেখা সম্পূর্ণ হচ্ছে না, এমন চাহিদা থেকেও কখনো কখনো লেখা হয়। এই কারণেই শুধু তিন পর্বের ট্রিলজি নয়, সাহিত্যে চার পর্বের Tetralogy, পাঁচ পর্বের Pentalogy, ছয় পর্বের Hexalogy, সাত পর্বের Hepatology, আট পর্বের Octalogy, নয় পর্বের Ennealogy, দশ পর্বের Decalogy ফর্মের ব্যবহারও হয়েছে। অর্থাৎ সাহিত্যের এই ধারা চলমান। এক পর্বের সূত্র ধরে পরবর্তী পর্বে পৌঁছে দেন লেখক। এই ধারাতে তাই একটা চলমানতা দেখা যায়। শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না। পুনরায় সেই সূত্র ধরে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পরের পর্ব রচিত হওয়া সম্ভব।

Trilogy শব্দ তিনটি নভেল অথবা তিনটি নাটক অথবা তিনটি চলচ্চিত্রের অথবা তিনটি কাব্যের ফর্ম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় গানের ক্ষেত্রে এই ফর্মের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে Trilogy এর অর্থ কোনো উপন্যাস বা কাব্য বা চলচ্চিত্রের তিনটি পর্ব, যাতে একটা ধারাবাহিকতা থাকে। বাংলা উপন্যাস সংরূপে এই ফর্মের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ট্রিলজিগুলি হল –

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর উপন্যাস– 'অন্তঃশীলা', 'আর্বত', 'মোহনা'। সরোজ কুমার রায়চৌধুরী এর ত্রয়ী উপন্যাস – 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকোপতী', 'সোমলতা'। গোপাল হালদার এর ত্রয়ী উপন্যাস– 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'। 'পঞ্চাশের পথ', 'ঊনপঞ্চাশী', 'তেরশ পঞ্চাশ'। গজেন্দ্রকুমার মিত্র এর ত্রয়ী উপন্যাস– 'কলকাতার কাছেই', 'উপকণ্ঠে', 'পৌষ ফাগুনের পালা। আশাপূর্ণা দেবী এর ত্রয়ী উপন্যাস– 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'। গৌরকিশোর ঘোষ এর ত্রয়ী উপন্যাস – 'জল পড়ে পাতা নড়ে', 'প্রেম নেই', 'প্রতিবেশী'। চিত্তরঞ্জন মাইতি এর ত্রয়ী উপন্যাস– 'নির্জনে খেলা', 'নির্ঝরের গান', 'তিন্নির রোদ আর বৃষ্টি'। অসীম রায় এর ত্রয়ী উপন্যাস– 'একালের কথা', 'গোপালদেব', 'একদা ট্রেনে'। মনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এর ত্রয়ী উপন্যাস– 'জন অরণ্য', 'সীমাবদ্ধ', 'আশা-আকাঙ্খা'(স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ট্রিলজি)। 'স্থানিয় সংবাদ', 'সুবর্ণ সুযোগ', 'বোধদয়'(জন্মভূমি ট্রিলজি)। প্রফুল্ল রায় এর ত্রয়ী উপন্যাস– 'কেয়াপাতার নৌকা', 'শতধারায় বয়ে যায়', 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা'। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এর ত্রয়ী উপন্যাস– 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান'। শওকত আলী এর ত্রয়ী উপন্যাস– 'দক্ষিণায়নের দিন', 'কুলায় কালস্রোত', পূর্বরাত্রি পূর্বদিন'। সমরেশ মজুমদার এর ত্রয়ী উপন্যাস – 'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা', 'কালপুরুষ'। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এর ত্রয়ী উপন্যাস – 'নদী

মাটি অরণ্য' (তিন পর্ব)। 'টাড়বাংলার উপাখ্যান', 'টাড়বাংলার রূপাখ্যান', 'টাড়বাংলার রীতিকথা'। 'শঙ্খচিলের ডানা', 'ডানার দুপাশে পৃথিবী', 'শঙ্খসমুদ্র'। হুমায়ুন আহমেদ এর ত্রয়ী উপন্যাস– 'মধ্যাহ্ন', 'মাতাল হাওয়া', 'জোছনা ও জননীর গল্প'।

এই ফর্মে প্রতিটি পর্ব আলাদা আলাদা ভাবে সম্পূর্ণ কিন্তু এদের মধ্যে একটা আন্তর সম্পর্ক আছে, এবং এই তিনটি পর্বের বিষয়বস্তু খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। সাধারণত একই লেখকের লেখা হয়ে থাকে ট্রিলজি। ব্যতিক্রমী কোনো উদাহরণ আছে কিনা তা দেখা যেতে পারে। একটা ঘটনা ও চরিত্রের ধারাবাহিকতা থাকা ট্রিলজির অন্যতম একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এর ব্যতিক্রমী উদাহরণ নজরে আসে। মনিশংকর মুখোপাধ্যায়(শংকর) এর লেখা 'স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল' ত্রয়ী কেন্দ্রীয় তিন চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। চরিত্রের ধারাবাহিকতা এই তিন পর্বে নেই। যা আছে তা হল ঘটনার ধারাবাহিকতা, সময়ের ধারাবাহিকতা। আবার বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ও তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাজল' এই তিন উপন্যাসকে ট্রিলজি হিসেবে গণ্য করা হয় না। যেহেতু ট্রিলজির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য– তিন পর্ব একই লেখকের রচনা হতে হয়, তাই এই তিন পর্বকে ট্রিলজি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। যদিও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এই তিন পর্বকে ট্রিলজি হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। কারণ হিসেবে দেখাচ্ছেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন পর্বের শেষ পর্ব 'কাজল' লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা পূরণ করতে পারেননি। মৃত্যুর কিছু সময় আগে ১৩৫৭ সনে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় 'কাজল কেন লিখব' শীর্ষক একটি রচনা তিনি লিখেছিলেন। এই পত্রিকার পৌষ সংখ্যা থেকেই 'কাজল' লেখা শুরু করবেন তেমনটাও পরিকল্পনা করা ছিল। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কাজল' উপন্যাসের মুখপাতে মুদ্রিত রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা অংশ থেকে জানা যায় -

> "কাজল সম্বন্ধে উনি কী লিখবেন, তার কিছু কিছু আভাস অপরাজিত বইতে পাওয়া যায়। ওতেই বীজাকারে কাজল সম্বন্ধে সকল কথাই প্রায় বলা আছে। তারপর যে তাঁর কল্পনার কাজলকে বাস্তবে রূপ দেবে, প্রতিমার কাঠামোর ওপর খড়-বিচালি বেঁধে মাটি ধরিয়ে রং-তুলির স্পর্শে সেই প্রতিমাকে সঞ্জীবিত করবে, সে দায়িত্ব তার। ...দীর্ঘদিন বাবলুর (বিভূতিভূষণের পুত্র) সঙ্গে ওঁর স্মৃতি তর্পণ করতে করতে 'কাজল' উপন্যাস সম্পর্কে খুঁটিনাটি আলোচনা করেছি। ...বাবলুর হাতে বিভূতিভূষণ পরিকল্পিত 'কাজল' প্রাণময় হয়ে উঠুক, এই আমার মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা।"[৬]

কিন্তু এই তিন উপন্যাসকে তা সত্ত্বেও ট্রিলজি আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ পথের পাঁচালি, অপরাজিত লেখার পর কাজল উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা থাকলেও বিভূতিভূষণ তা লিখে উঠতে পারেনি। যে দর্শনে অপুকে তৈরি করে কাজলের চিত্রণ আনার চেষ্টা করেছিলেন, তা তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় পাওয়া যায় না। তার বদলে পিতার প্রতি আনুগত্যের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট রূপে ফুটে ওঠে।

ট্রিলজি সংরূপগত ভিন্নতায় রূপ বদল করতে পারে। বাংলা সাহিত্যে নজর দিলে দেখা যাবে। কেবল উপন্যাস নয় কাব্যে ট্রিলজির রূপ দেখা যায়। সেক্ষেত্রেও তিনটি পর্ব দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই উঠে আসে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্যের কথা। যেখানে কৃষ্ণের আদিলীলা, মধ্যলীলা, ও অন্ত্যলীলা বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও একটা ধারাবাহিকতা ও চরিত্রের চলমানতা আমরা দেখতে পাবো। যেখান থেকে কাব্যে ট্রিলজির আলাদা রূপ বর্ণিত হয়। সংরূপগত দিক থেকে উপন্যাস ও কাব্যের রূপ আলাদা। তাই দুই রূপের মধ্যে ভিন্নতা থাকাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু এই সংরূপের বদল হওয়ার সঙ্গে ট্রিলজির রূপের কোনো বদল ঘটছে কিনা তা দেখলেই দুই সংরূপের মধ্যেকার পার্থক্য সূচিত হয়ে যাবে। এছাড়া চলচ্চিত্রে আমরা এই ধারা দেখতে পাই। সত্যজিৎ রায় বাংলা চলচ্চিত্রে এই ধারা তৈরি করেছেন। 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' দিয়ে তৈরি করলেন 'অপু ট্রিলজি'। এবং 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ', 'জন অরণ্য' দিয়ে তৈরি করেন 'কলকাতা ত্রয়ী'। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নতুন ধারাকে সংযোজন ঘটিয়েছিলেন তিনি।

বাংলা সাহিত্যে ট্রিলজি ধারা এক অনন্যতা তৈরি করেছে বলা যায়। উপন্যাসে এই ধারা বেশি দেখা গেলেও, কাব্য ও চলচ্চিত্রেও এই ধারা দেখা যায়। যার ফলে বিভিন্ন রূপ তৈরি হতে দেখতে পাই আমরা। সংরূপ আলাদা হওয়াতে বেশ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 218 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিছু আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রূপ ধারণ করেছে বলা যেতেই পারে। এছাড়া উপন্যাসেও বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত হয়ে এক অন্যরূপ লাভ করেছে বাংলা ট্রিলজি।

উপন্যাসের সময় :

প্রত্যেক উপন্যাসে সময় অন্যতম একটি উপাদান। সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়। এই সময় নিয়ে নানা প্রশ্ন আমাদের ভাবিয়ে তোলে প্রতি মুহূর্তে।

> "উপন্যাসের সময় আর ঔপন্যাসিকের সময় যখন ভিন্ন, আখ্যানবিশ্বে তাঁর প্রভাব কীভাবে পড়ে? নতুন কোনো মাত্রা যোগ হয় নাকি কূটাভাস প্রবল হয়ে ওঠে কেবল! কথাবস্তুর প্রকৃত সময় কাকে বলব আর কাকেই বা বলব আপাত-সময়, এ বিষয়ে ভাবনা জরুরি। লেখকের নিজস্ব সময় যেভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, তা কি তাঁর সমাজের যথাপ্রাপ্ত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?"[৭]

এরকম হাজারো প্রশ্ন তুলেছেন তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'উপন্যাসের সময়' বইতে। যে প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়োজন সাহিত্যে অপরিহার্য। উপন্যাসে সময়ের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে কখনো প্রচ্ছন্নভাবে কখনো বা প্রকটভাবে; যার ফলে উপন্যাসের সময় সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠতেই থাকে।

সাধারণত উপন্যাসে দু-ধরণের সময় আমরা দেখতে পেয়ে থাকি। যাকে আমরা বলছি -

১. প্রত্যক্ষ সময় (Direct Time)
২. পরোক্ষ সময় (Indirect Time)

প্রত্যক্ষ সময় হিসেবে আমরা সেই সময়কে উপন্যাসে দেখব, যে সময় কাহিনির মুল সময়, যে সময় ধারক হিসেবে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সম্পূর্ণ কাহিনি যে সময়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। যেমন– সুপ্রিয় চৌধুরীর দ্রোহজ উপন্যাস। যে উপন্যাসের মূল চালিকা শক্তি নকশাল আন্দোলনকালীন সময়।

পরোক্ষ সময় হিসেবে আমরা সেই সময়কে উপন্যাসে দেখব, যে সময় কাহিনির মুল সময় নয়। কাহিনির চলমানতায় সেই সময়ের সামান্য প্রতিফলন ঘটলেও সম্পূর্ণ কাহিনি ও চরিত্রের ধারক-বাহক নয় যে সময়, তা পরোক্ষ সময়। যেমন – সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কাছের মানুষ উপন্যাসের তনুময় আশির দশকের বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু উপন্যাস সেই সময় প্রেক্ষিতে এগিয়ে যায় না।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে তাহলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই সময় কি কাহিনির প্রেক্ষাপটের সময়? প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসে সময়ের প্রতিফলন ঘটলেই যে তা প্রেক্ষিতের সময় হয়ে উঠছে, তা কিন্তু নয়। একটি উপন্যাসের কাহিনি যে সময়ের প্রেক্ষিতে লেখা হয় তাকেই বলা হয় প্রেক্ষিতের সময় বা প্রকৃত সময়। এই প্রকৃত সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় রূপেই দেখা যেতে পারে। এই প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে উপন্যাসটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সময়ভিত্তিক শ্রেণীতে বিভাজিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে থাকে আপাত সময়, অর্থাৎ যে সময়ে উপন্যাসটি রচিত হচ্ছে, সেই সময়টি হল আপাত সময়। অনেক সময় আপাত সময় ও প্রেক্ষিতের সময় এক হয়ে যায়। আপাত সময় প্রেক্ষিতের সময় হয়ে উঠলে, আপাত সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সময় প্রেক্ষিতের সময়ে মিশে যেতে থাকে। অনেক সময় প্রেক্ষিতের সময়ে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সময় বা নিজস্ব সময় মিশে যেতে পারে। তখন কাহিনিতে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন ঘটে।

অর্থাৎ, ১. প্রেক্ষিতের সময় -

- রাজনৈতিক সময়
- অর্থনৈতিক সময়

- সামাজিক সময়
- সাংস্কৃতিক সময়
- নিজস্ব অভিজ্ঞতার সময়

২. আপাত সময়

- পূর্বের সময়
- বর্তমান বা রচনা কালের সময়
- নিজস্ব সময় বা লেখকের সময়

এই প্রসঙ্গে বর্তমান সময় নিয়ে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজনীয়। যে কোনো সাহিত্য পাঠক যখন পাঠ করেন সেই সময়েরও আবার বিশেষ ভূমিকা থাকে। কারণ পাঠকের সময় অনুযায়ী তার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়।

> "যাঁরা বলেন যে বর্তমানকে ভালো ক'রে বুঝবার জন্যই ঐতিহাসিকের চর্চা তাঁদের বিনীত নমস্কারে জানাব কথাটা সত্যি নয়। ...কিন্তু এমন অতীত নেই এমন অতীত থাকতে পারে না যার মধ্যে আপনি বর্তমানকে খুঁজে পাবেন না।"[৮]

সময়ের সঙ্গে সত্যের একটা সম্পর্ক আছে। লেখক বা ঔপন্যাসিক যে সময়ে যে কথা লিখছেন তা সত্য হতেও পারে মিথ্যা হতেও পারে। তবে সাহিত্যে প্রতিফলিত সময় ও ইতিহাসকে যদি সত্য মেনে দেখা হয়, তাহলে অবশ্যই সাহিত্যে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম তা মানতে হবে।

উপন্যাস ট্রিলজির সময় :

উপন্যাস ট্রিলজিতে সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে সময়ের প্রতিফলন দেখতে পাই। যেখানে সময় অন্যতম মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাহিনিকে ধারণ করে থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময় প্রেক্ষিতের সময় বা প্রকৃত সময় হিসেবে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। যে সময় কখনো রাজনৈতিক, কখনো অর্থনৈতিক, কখনো সামাজিক সময়কে প্রতিফলিত করে। কখনো কখনো উপন্যাস ট্রিলজিতে আপাত সময় ও প্রকৃত সময় মিশে যেতে দেখা যাবে। যার ফলে লেখকের নিজস্ব সময়, অভিজ্ঞতার সময়কে প্রেক্ষাপটের সময় ও প্রকৃত সময় হিসেবে আমরা দেখতে পাবো। ট্রিলজিতে প্রতিফলিত সময়ের কয়েকটি বিশেষ দিক আমরা দেখতে পাই -

১. ট্রিলজিতে দীর্ঘ একটা সময় সীমা থাকে, যে সময় সীমা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটানা হয়। যার ফলে সময়ের ধারাবাহিকতা মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সময় ও তার পরিসর উপন্যাস ট্রিলজিতে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। যেমন – আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজিতে প্রায় দীর্ঘ একশো বছরের একটা সময়কে আমরা দেখতে পাই।

২. ট্রিলজিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সময়কে প্রেক্ষাপটের সময় হিসেবে দেখা যায়। যে সময় সর্বদা আপাত সময়ের সঙ্গে মিলে যায় না। অর্থাৎ, সমস্ত ট্রিলজিতেই প্রেক্ষিতের সময় বা প্রকৃত সময় বা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজাত সময় মিশে যায় না।

৩. কিন্তু কখনো কখনো আমরা ট্রিলজিকে আপাত সময়ের সঙ্গে মিলে যেতে দেখব। যার ফলে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বা নিজস্ব ব্যক্তিগত সময়ের প্রতিফলন দেখতে পাবো। যেমন – গোপাল হালদারের 'মন্বন্তর ত্রয়ী' যেখানে তিনি প্রায় নিজের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার এক সময়কে তুলে ধরছেন।

৪. ট্রিলজি কখনো পূর্ব পরিকল্পিত হয় কখনো হয় না। যার ফলে লেখার আগে থেকেই সময়ের একটা নির্দিষ্টতা স্থির থাকে এমনটা বোঝা যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 218 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপন্যাস ও উপন্যাস ট্রিলজিতে প্রতিফলিত সময়ের তফাৎ :

উপন্যাসে প্রতিফলিত সময় ও উপন্যাস ট্রিলজিতে প্রতিফলিত সময়ের মধ্যে বেশ কিছু মিল ও অমিল দেখা যায় সাধারণভাবে। বাংলা সাহিত্যে আখ্যানের ধারাতে ট্রিলজি ফর্ম ব্যবহৃত হলেও সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় বিশেষ কয়েকটা বৈশিষ্ট্য থাকায় তা কিছুটা স্বতন্ত্র এক ধারা তৈরি করে। উপন্যাসের একটি বিশেষ ধারা ট্রিলজি। তাই সাধারণ উপন্যাসের সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকলেও অন্যান্য ধারার উপন্যাস থেকে তা আলাদা।

- তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস নিয়ে গঠিত হয়। যে কাহিনিগুলি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত।
- উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় সময়ের উপস্থিতি দেখা যায়। বেশিরভাগ উপন্যাস ট্রিলজিতে প্রত্যক্ষ সময়ের উপস্থিতি বেশি দেখা যায়।
- উপন্যাসে আপাত সময় ও প্রকৃত সময় কখনো কখনো মিশে যায়, উপন্যাস ট্রিলজিতেও আপাত ও প্রকৃত সময় মিশে যেতে দেখা যায় কখনো কখনো।
- উপন্যাসে নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিত সর্বদা থাকে না। উপন্যাস ট্রিলজিতে নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিত থাকে। এবং সেই সময় অবশ্যই একটা দীর্ঘ সময়।
- সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় উপন্যাস ট্রিলজির পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত হয়।

উপন্যাস ট্রিলজিতে প্রতিফলিত সময়ের বিশেষ ভূমিকা :

বাংলা উপন্যাস ট্রিলজিতে সময় একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উপন্যাসে সাধারণত বিভিন্নভাবে সময়ের কথা আসে, কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে উপন্যাস ট্রিলজিতে সময় বিশেষ একটি ভূমিকা পালন করছে। কখনো সেই সময় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কখনো বা সামাজিক সময়কে প্রতিফলিত করে তুলেছে। এবং সেই সময় নির্দিষ্ট একটি সময়, যে সময়কে তুলে ধরার জন্যই যেন এই ফর্মে উপন্যাস লিখেছেন ঔপন্যাসিকরা।

রাজনৈতিক প্রক্ষিতে সময় যখন আসছে তখন একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কাহিনিতে ধারাবাহিকভাবে চিত্রিত হয়ে সময়কে স্পষ্টরূপে চিত্রিত করে তুলছে। এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ই যেন উপন্যাসের ধারক ও বাহক হয়ে উপন্যাস ট্রিলজিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সংকটপূর্ণ সময়ের পূর্ণ প্রতিফলন নজরে আসবে, যা থেকে মনে হতেই পারে লেখকের বা উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য সেই উদ্দিষ্ট সময়কে প্রতিফলিত করে তোলা। এভাবেই বিভিন্ন সামাজিক সময় ট্রিলজিতে ধারাবাহিকভাবে কাহিনিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় উপন্যাস ট্রিলজিতে প্রতিফলিত হতে দেখা যাবে। যাখানে এসেছে আপাত সময় ও প্রকৃত সময় মিলেমিশে যাবে। সেখানে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও লেখকের ব্যক্তিগত সময় কখনো কখনো মিশে যাবে। যার ফলে কখনো কখনো ট্রিলজিতে আত্মকথনের ভঙ্গিমা খুঁজে পাওয়া যাবে। এর ফলে সময়ের আরও একটি নতুন দিককে উপন্যাস ট্রিলজি আমাদের সামনে নিয়ে আসবে।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, সাধারণ উপন্যাসেও তো কখনো কখনো আত্মকথনের ভঙ্গিমা খুঁজে পাওয়া যায়, বা সাধারণ উপন্যাসও কখনো কখনো লেখকের ব্যক্তি জীবনের প্রতিফলন পাওয়া যায়। যেমন– পথের পাঁচালি উপন্যাসের অপুর মধ্যে বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব কথন ভঙ্গিমা অনেকেই খুঁজে পান। কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো তাঁর এই উপন্যাসের চরিত্রকে নিজের চরিত্র হিসেবে ঘোষণা করেননি। কিন্তু অন্যদিকে উপন্যাস ট্রিলজিতে আমরা একইভাবে কখনো কখনো আত্মকথনমূলক এক ভঙ্গিমা খুঁজে পাবো। যেখান থেকে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার বা জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবো। কিন্তু এই সমস্ত লেখকের ব্যক্তিগত বয়ান থেকেই আমরা বুঝতে পারবো তাঁরা প্রায় সকলেই উদ্দেশ্য নিয়েই নিজেদের অভিজ্ঞতাজাত সময়কে উপন্যাস ট্রিলজিতে প্রতিফলিত করে তুলেছেন। এখানে এসেই উপন্যাস ট্রিলজি স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্টে অনন্য হয়ে উঠছে।

উপন্যাস ট্রিলজিতে সাধারণত সময় একটা মূল চরিত্রের মতন ভূমিকা পালন করছে এমনটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। এবং এই সময় একটা নির্দিষ্ট দীর্ঘ একটা সময়ের ধারাবাহিকতা মেনে কাহিনি ও চরিত্রকে প্রায় চালনা করবে।

যার ফলে ট্রিলজিতে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক উপাদান হিসেবে অনিবার্য হয়ে উঠছে। এই অনিবার্য উপাদান সময়কেই উপন্যাস ট্রিলজি কতরকমভাবে আমাদের সামনে আনছে তা আমরা যেমন দেখার চেষ্টা করবো, তেমনি বিশেষ সময়ে এই বিশেষ ধারাতে সময়ের বিশেষত্বকে খোঁজার চেষ্টা করবো।

বাংলা উপন্যাসে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি উপন্যাসে সময় নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সময় কখনো ঔপন্যাসিকের নিজস্ব সময়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, কখনো উপন্যাস রচনা করা হয়েছে ভিন্ন এক সময় প্রেক্ষিতে। কখনো সময় উপন্যাসে মুখ্য ভূমিকা পালন করে উপন্যাসের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, কখনো আবার কাহিনির ধারাবাহিকতায় সময় কেবল একটি উপাদান হিসেবে থেকে গিয়েছে। কিন্তু লক্ষনীয় যে, উপন্যাসে সময়ের উপস্থিতি কম হোক বা বেশি তা রয়েছেই। তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'উপন্যাসের সময়' গ্রন্থে প্রশ্ন রাখছেন এইভাবে –

> "উপন্যাসের সময় আর ঔপন্যাসিকের সময় যখন ভিন্ন, আখ্যানবিশ্বে তার প্রভাব কিভাবে পড়ে?"[৯]

কিভাবে আখ্যানে তা প্রতিফলিত হচ্ছে, কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা অবশ্যই দেখা প্রয়োজনীয়। বাংলা উপন্যাস ট্রিলজির প্রায় বেশিরভাগ উপন্যাসে বিশ শতকের অস্থির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সময় প্রেক্ষিতের সময়ে এসেছে। এই সময়ের গুরুত্ব, এবং ট্রিলজিতে সময়ের বিশেষ কোনো ভূমিকা আছে কিনা তা অনুসন্ধানের বিষয়।

সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সময় বারবার ফিরে এসে সময়কে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছে। সেই সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সাহিত্য আমাদের জানিয়েছে। বাংলা উপন্যাস ট্রিলজিগুলির বেশিরভাগই বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সময় প্রেক্ষিতে লেখা। সময় ট্রিলজিতে বিশেষ কোনো গুরুত্ব পায় কিনা তা আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। তাই ট্রিলজিতে প্রতিফলিত সময়কে তুলে ধরতেই হয়।

বিশ শতকের রাজনৈতিক অস্থির সময় পর্বের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ১৯৩০-১৯৫০। এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের একটা পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি আমরা খুঁজে পাই গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন' ট্রিলজিতে। রাজনৈতিক নানান অস্থিরতা কিভাবে সেই সময়ের সামাজিক জীবনকে অস্থির করে তুলেছিল তা দেখতে পাই। আবার ব্যক্তিগতভাবে গোপাল হালদার রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যাপিত ও অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সময় কতটা ট্রিলজিতে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সময় উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তিন পর্বে ধারাবাহিকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যাবে। যার ফলে এই ট্রিলজিতে সময় হয়ে উঠবে ধারক ও বাহক।

আবার আমরা যখন স্বাধীনতা সময়কালীন ট্রিলজিগুলিতে নজর দেবো, তখন দেখা যাবে, সেই ট্রিলজি গুলিতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের বিবর্তন, দ্বন্দ্ব সংঘাত যেমন আছে, তেমনি আছে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতিফলন। সেই সময়ের খাদ্য সংকট কিভাবে মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে এনেছিল তার চিত্র খুঁজে পাবো। গৌরকিশোর ঘোষের 'জল পড়ে পাতা নড়ে', 'প্রেম নেই', 'প্রতিবেশি' ট্রিলজিতে ১৯২২ থেকে ১৯৪৬ দীর্ঘ পঁচিশ বছরের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বির্বতন উঠে আসে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব ক্রমে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পৌঁছে দেশকে বিভাজিত করে, তার প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে এই ট্রিলজি। এই বিধ্বস্ত সময় ট্রিলজিতে মুখ্য হয়ে ওঠে।

প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা' ট্রিলজিতে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ দীর্ঘ নয় বছরের উত্তাল সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব, বিভাজন, অস্তিত্বের সংকট প্রকট হয়ে দেশ বিভাজিত হয়। উদ্বাস্তু সংকট দেখা দেয় গোটা দেশ জুড়ে। দেশবিভাজনের সেই অস্থিরতার সময়ের প্রতিধ্বনি শোনা যায় এই ট্রিলজিতে। আবার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান' ট্রিলজিতে ১৯৩০ থেকে ১৯৭২ এই সময়ের সংকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আইন অমান্য, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও পূর্ববঙ্গ মুসলিম লিগের উত্থানে আলোড়িত ভারত ও পূর্ববঙ্গের গ্রামসমাজ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, উদ্বাস্তু কলোনির কথা, ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম পর্বের আলোড়নে যন্ত্রণায় দলিত-মথিত সারা দেশের সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাস ত্রয়ীকে এই সময় মূলত চালিত করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 218 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শঙ্খচিলের ডানা’, ‘ডানার দুপাশে পৃথিবী’, ও ‘শঙ্খসমুদ্র’ ট্রিলজিতে পঞ্চাশের দশকের উদ্বাস্তু সমস্যা ও খাদ্য-সংকট এর সময় উঠে আসে। দেশভাগের ফলে যে সমস্ত মানুষ ছিন্নমূল হয়ে আসে তাদের জীবনের কঠিন লড়াই দেখা যায়। ওপার থেকে এপারে আসতে যারা বাধ্য হন, তাদের বাঁচার জন্য করতে হয় লড়াই। গোটা পঞ্চাশের দশকের বাঁচার লড়াই, চরম খাদ্য-সংকট ও উদ্বাস্তু সমস্যা প্রতিফলিত হয় উপন্যাস ত্রয়ীতে।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই বহু শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। অসীম রায়ের 'নিত্যগোপাল' ট্রিলজি ১৯৪৬ এর দাঙ্গার সময় থেকে প্রায় বিশ বছরের এক সময় চিত্রিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা, তরুণ সমাজ, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি। আবার, সুন্দরবনের একশো বছরের ইতিহাস ও তেভাগা আন্দোলন সময়পর্ব উঠে আসে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদী মাটি অরণ্য’ ট্রিলজিতে। সুন্দরবনে মূলত জঙ্গল কেটে বসতি গড়া থেকে শুরু করে তেভাগা আন্দোলন পর্যন্ত এক দীর্ঘ সময়ের বিবর্তনের কথা বলে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের প্রত্যাখ্যাত মানুষদের এক অন্ধকার সময়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠার যন্ত্রনাবিদ্ধ বৃত্তান্ত এই উপন্যাস ত্রয়ী।

হুমায়ুন আহমেদ এর ‘মধ্যাহ্ন’, ‘মাতাল হাওয়া’, ‘জোছনা ও জননীর গল্প’ ট্রিলজিতে ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন এক সময় উঠে আসে। সেই সময়ের বাস্তব সমস্যা ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতা চিত্রিত হয়। মণিশংকর মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ শংকরের অন্যতম বিখ্যাত ট্রিলজি ‘জন্মভূমি’ অর্থাৎ ‘স্থানিয় সংবাদ’, ‘সুবর্ণ সুযোগ’, ‘বোধদয়’ সত্তরের সশকের অশান্ত কলকাতার এক চালচিত্র তুলে ধরে। সমরেশ মজুমদারের ‘উত্তরাধিকার’, ‘কালবেলা’, ‘কালপুরুষ’ উপন্যাস ত্রয়ীতে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারত, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, পার্টির বিভাজন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী শাসনের পর যুক্তফ্রন্টের শাসন, তার অবসান, ফের কংগ্রেসী শাসন ও নকশাল আন্দোলন সময়পর্ব প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৮৫ – অখন্ড ভারত থেকে খন্ড ভারতের সময় ফিরে ফিরে আসে কাহিনিতে।

সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপে অর্থনৈতিক সংকটের সময় বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। তেমনি, গোপাল হালদারের ‘মন্বন্তর ত্রয়ী’ এর ‘পঞ্চাশের পথ’, ‘ঊনপঞ্চাশী’, ‘তেরশ পঞ্চাশ’ উপন্যাস ত্রয়ীতে মূলত মন্বন্তরকালীন সময়ের অস্থির পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে। মন্বন্তরের কারণ, স্বরূপ ও পরিণতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হবে। বিয়াল্লিশের মন্বন্তরকালীন সময়ের প্রেক্ষিতের এক অস্থির সময়ের স্বর স্পষ্ট হয় ‘মন্বন্তর ত্রয়ী’তে। গ্রাম ও শহরের মন্বন্তরের আবির্ভাব এবং মন্বন্তরপীড়িত মানুষজনের দুর্ভোগ ও প্রতিক্রিয়া চিত্রিত হয়ে। আবার, মনিশংকর মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল’ ট্রিলজির ‘জন অরণ্য’, ‘সীমাবদ্ধ’, ‘আশা-আকাঙ্খা’ তে সত্তরের দশকের বেকারত্বের স্পষ্ট সময় ফুটে ওঠে। মধ্যবিত্তের অপর নাম চাকরি এবং চাকরি জীবনের নিঃশব্দ সংগ্রাম, ন্যায়-অন্যায়, মান-অপমানের অকথিত কাহিনি এই উপন্যাস ত্রয়ীর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনটি উপন্যাসের মাধ্যমে তিনজন মধ্যবিত্ত যুবকের জীবনের নানা সংকট তুলে ধরা হয়েছে। সমাজ কিভাবে আদর্শের স্বর্গ থেকে নরকের দিকে এগিয়ে চলেছে সে কথা ফুটে উঠেছে।

বিশ শতকের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অস্থির সময়পর্বে মেয়েদের সংগ্রাম ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘সুবর্ণলতা’, ‘বকুল-কথা’ উপন্যাস ত্রয়ীতে ১৮৫০ থেকে ১৯৫০ প্রায় এক শতাব্দী সময়কালে তিন প্রজন্মের সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুলের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আপাদমস্তক প্রতিবাদী সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুল; যারা পুরুষ শাসিত, শাস্ত্র শাসিত সমাজে সংগ্রাম করে জীবনে এগিয়েছে। সেই সময়ে নারীদের প্রতিবাদ ও সংগ্রামের কাহিনির সামগ্রিক এক রূপ ধরা পড়ে ত্রয়ী উপন্যাসে। মেয়েদের সেই সময়ের অবস্থা, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুলের লড়াই ও সেই সময় সমাজের চালচিত্র দ্বারা মেয়েদের অবস্থা ফুটে ওঠে। শওকত আলির ত্রয়ী উপন্যাস– ‘দক্ষিণায়নের দিন’, ‘কুলায় কালস্রোত’, ‘পূর্বরাত্রি পূর্বদিন’ ষাটের দশকে, বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত মানসের আর্থ-সামাজিক, রাজনীতির স্বপ্নময় আকাঙ্ক্ষা ও আশাভঙ্গের বেদনার কথা বলে। মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজে রাখীর জীবনের লড়াই কতটা সমাজ ও রাজনীতির সেই সময়ের প্রেক্ষিতকে তুলে ধরে তা দেখানোর চেষ্টা করা হবে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘টাড়বাংলার উপাখ্যান’, ‘টাড়বাংলার রূপাখ্যান’, ‘টাড়বাংলার রীতিকথা’ উপন্যাস ত্রয়ীতে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী মেদিনীপুর জেলা সংলগ্ন উড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খন্ড প্রদেশের মিলনভূমি টাড়বাংলা। এই ট্রিলজিতে বিশ শতকের

শেষ দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন, ব্যাপকহারে ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিবর্তন, জমিদারতন্ত্রের বদলে পার্টিতন্ত্র আসার সময় চিত্রিত হয়েছে। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় গ্রামের নারী সমাজের ক্ষমতায়ন ও রাজনীতি উপন্যাসত্রয়ীতে বর্ণিত হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সংকট, প্রেম, ভালোবাসা, প্রকৃতির কথামালা হয়ে ওঠে যে ট্রিলজি, যেগুলি আমাদের প্রতিদিনের জীবনের প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম, সংকট, আবেগের সময়কে নাড়া দেয়। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহনা' ট্রিলজিতে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। খগেনবাবুর জীবনের নানান পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে। চরিত্রের বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। জীবনের নানা সমস্যা, সংকট ফুটে উঠেছে। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'নতুন ফসল' ট্রিলজির 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকোপতী', 'সোমলতা'তে বীরভূম সংলগ্ন ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশের প্রকৃতি ও কৃষিজীবি মানুষজনের বাস্তব জীবন্ত ছবি চিত্রিত হয়েছে। পাশাপাশি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনাড়ম্বর জীবনচর্চার ছবি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কাহিনিতে। বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনচর্চাকে ভিত্তিকে বাস্তব জীবনের সংকটকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই', 'উপকণ্ঠে', 'পৌষ ফাগুনের পালা' ত্রয়ী উপন্যাসের সূচনা মহারানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ও বাংলায় স্বদেশি আন্দোলনের আবহে এবং শেষ ১৯৪৮ স্বাধীনতার পরবর্তী বছরে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং দারিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ-দুঃখ আনন্দবেদনার কথা বলে ত্রিলেখ। উপন্যাসে দরিদ্র পরিবারের কঠোর বাস্তব বর্ণনা এবং দারিদ্রতার তথ্যচিত্র স্থান পেয়েছে। প্রতিদিনের গ্রাসাচ্ছদের জন্য কতটা তীব্র সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে এবং অভাবের তাড়নায় নরনারী কত নীচে নামতে পারে তাঁর স্পষ্ট চিত্র আছে। চিত্তরঞ্জন মাইতির উপন্যাস ত্রয়ী 'নির্জনে খেলা', 'নির্ঝরের গান', 'তিন্নির রোদ আর বৃষ্টি' তে এক নিছক ধারাবাহিক প্রেমের কাহিনি। যেখানে বাস্তব জীবনের প্রেমের প্রতিবিম্বন খুঁজে পাই আমরা।

এছাড়াও কিছু ট্রিলজি বাংলা সাহিত্যে রয়েছে যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। কেউ সেগুলিকে ট্রিলজির মর্যাদা দিতে চায়, কেউ বা দেয় না। বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সেগুলি ট্রিলজি কিনা সেটি অবশ্যই বিচার্য। যেমন– বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত', 'কাজল' (তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। এই তিন উপন্যাসকে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ট্রিলজি হিসেবে স্বীকার করছেন। কিন্তু যেহেতু ট্রিলজির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য একজন লেখকের লেখা তিন পর্ব হতে হয়। তাই সেক্ষেত্রে এই তিন পর্ব ট্রিলজি কিনা তা বিচার করার বিষয়। আবার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়', 'প্রথম আলো', 'পুর্ব-পশ্চিম' এই তিন পর্বকে অনেকেই একত্রে সুনীলের টাইম ট্রিলজি বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই তিন পর্বের কাহিনির সংযোগ বিশেষ দেখা যায় না। এমনকি সময়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। এটি আদেও ট্রিলজির কোনো রূপ কিনা তা অবশ্যই বিচার্য। তবে কাহিনিতে প্রতিফলিত সময় উল্লেখযোগ্যভাবে সাহিত্যে এক মাইলফলক তৈরি করে।

বাংলা উপন্যাস ট্রিলজির রূপ সাহিত্যে এক অনন্যতা তৈরি করে। বাংলা উপন্যাস ছাড়াও কাব্যে এই ধারা দেখা যায়। নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী কাব্য' – 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস'। যেখানে কৃষ্ণ চরিত্রের ধারাবাহিক বর্ণনা, তার জীবনকথার সারকথা। বাংলায় এছাড়া ট্রিলজি ধারার কাব্যের বিশেষ উদাহরণ পাওয়া যায় না। এছাড়া, চলচ্চিত্রে এই ধারা বিশেষভাবে দেখা যায়। সত্যজিৎ রায়ের 'অপু ট্রিলজি' ও 'কলকাতা ট্রিলজি' উল্লেখযোগ্য। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার' তিনটি বাংলা চলচ্চিত্র 'অপু ট্রিলজি' হিসেবে পরিচিত। সাতের দশকের কলকাতার চালচিত্র স্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে 'কলকাতা ট্রিলজি' 'প্রতিদ্বন্দী' (১৯৭০), 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১), 'জন-অরণ্য' (১৯৭৫)তে। কলকাতার নকশাল আন্দোলন থেকে সাতের দশকের বেকারত্ব কিভাবে সেই সময়ের যুব সমাজের জীবনকে অন্য এক দিকে নিয়ে গিয়েছিল তার পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ছাড়াও এই দুই সংরূপে এই ধারার প্রভাব দেখা যায়। যদিও উপন্যাসে এই ধারার প্রভাব বেশি। সংরূপ আলাদা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে উপন্যাস, কাব্য ও চলচ্চিত্রে ট্রিলজির বৈশিষ্ট্য, গঠন ও উপাদানগত ভিন্নতা তৈরি হয়। গ্রিক সাহিত্য থেকে এই ধারা বাংলাতে এলেও বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব এক রূপ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে ট্রিলজি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 218 - 228
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. শ’, রামেশ্বর, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পৃ. ৪৬
২. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ – ২২ শে শ্রাবণ, ১৩৯৪, পৃ. ১
৩. Abrams, M.H. A Glossary of Literary Term, Harcourt College publishers, Singapore, 1981, p. 190
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ -১৯৬১, পৃ. ৬
৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, পৃ. ভূমিকা অংশ
৬. তদেব, পৃ. ১২
৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৫
৮. দাশগুপ্ত, অশীন, ইতিহাস ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২১-২২
৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৭